ইউনিট - ৪

আশারীয়া
(ASHARITES)

মুসলিমদর্শনেরইতিহাসেমুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। মুতাযিলারাইসলামের এক বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠীহিসেবেনিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। সে দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামেরমূল শিক্ষাকে প্রজ্ঞান্বিত রূপ দেওয়ার জন্য তাঁরা সচেষ্ট হন। এ কাজে তাঁরা অনেক অগ্রগতিও অর্জন করেন। ফলে ইসলামেরআদর্শঅনেকটা হুমকীর সম্মুখীন হয়। এই অবস্থা থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য বেশ কিছুকালামশাস্ত্রবিদ এগিয়ে আসেন একডট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনকে 'মুতাকাল্লিমুন আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেআশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় এবং মুতাযিলাদের বিপরীতে মতবাদপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ইতিহাসেররাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে যদি দেখা হয় তাহলে বলতে হয় যে, খলিফা মামুনের আমলে মুতাযিলাগণ সকরারী পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হন। সেজন্য গোঁড়াপন্থীদেরওপরঅনেক অত্যাচার ও নিপীড়ন নেমে আসে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাধারণমুসলমানরা অপেক্ষায় থাকেন। মুতাযিলাদেরঅনেক অনৈসলামিক কর্মকান্ডের জন্য সাধারণমুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে আল-আশারী'র আন্দোলনে যোগ দেন এবং তা সফল করার চেষ্টা করেন। এগুলোই ছিলআশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের কারণ।

আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাসান আল-আশারী। তিনি বিশিষ্ট মুতাযিলাচিন্তাবিদ আল-জুবাই-এর প্রতিভাধর শিষ্য ছিলেন। পরকালের কর্মফলের এক বিশেষ প্রশ্নের জবাবে তিনি গুরুর দল ত্যাগ করেন এবং কালামশাস্ত্রের ওপর জোর দিয়ে মতবাদ প্রচারে ব্যাপৃত হন। তিনি যে মতবাদ প্রচারকরেন সেটাই ইতিহাসেআশারীয়ামতবাদ হিসেবে খ্যাত।

আল-আশারী এবং তাঁর অনুসারীরা মূলতমুতাযিলাদেরমতবাদসমূহের বিপরীতে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠীর মতবাদসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) আল্লাহর সিফাত
২) কোরআনের নিত্যতা
৩) আল্লাহরদর্শন
৪) ইচ্ছার স্বাধীনতা
৫) ইষ্ট-অনিষ্ট
৬) জগতেরসৃষ্টি
৭) আল্লাহরবিচার ও সুপারিশ এবং
৮) কারণতত্ত্ব ও জগৎ।

এই ইউনিটে মোট চারটি পাঠ রয়েছে

- ঐতিহাসিক জরিপ
  (Historical Survey)
- আশারীয়ামতবাদ
  (Ashariya Doctrine)
- আল-বাক্বিলানী ঃ পরমাণুবাদ
  (Al-Baqillani : Atomisখ)
- ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রসঙ্গেমুতাযিলা ও আশারীয়া
  (Mutazilites and Asharites on the Freedom of wiক)

পাঠ - ১

ঐতিহাসিক জরিপ
(Historical Survey)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে **আপনি**

- **আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠী**র উদ্ভবের জন্য **রাজনৈতিক** ও ধর্মীয় **কারণসম্পর্কে** জানতে **পারবেন**।
- **মুতাযিলাচিন্তাবিদ** আল-জুবাই এবং আবুল হাসান আল-আশারীর **মধ্যে** সংঘটিত বিতর্কটি **বর্ণনা করতেপারবেন**।

ভূমিকা

মুতাযিলাদের বিরোধিতা **করার** জন্যই **মূলতআশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠী**র উদ্ভব। **মুতাযিলারা** কখনও **সাধারণ** মুসলমানের কাছে গ্রহণীয় **হয়ে** ওঠেননি। যে কারণে **খলিফা** আল-মামুনের মৃত্যুর পর **তাঁরা** সাধারণ**মুসলমান**দের বিরোধিতার সম্মুখীন **হন**। একই **সাথেকালামশা**স্ত্রে বিশেষজ্ঞ একদল পন্ডিত তাত্ত্বিকভাবে **মুতাযিলাদের** বিপরীতে **মতবাদ** প্রদানে প্রবৃত্ত **হন**। ফলে **মুতাযিলাদের** পতন **হয়** এবং **আশারীয়ামতবাদপ্রতিষ্ঠিত** হয়। পরকালের এক বিশেষ প্রশ্নোত্তরের বিপরীতে হাসান-আল-আশারী তাঁর গুরু আল জুবাইয়ের দল ত্যাগ করে **আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠী**র জন্ম দেন। **আশারীয়া**রা প্রজ্ঞার চেয়ে প্রত্যাদেশের **ওপর** বেশী জোর দেন। ধর্মবিশ্বাসে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য তাঁরা ধর্ম থেকে যাবতীয় বিদ্আত **দূরীভূত করতে** প্রয়াসী হন। **কালাম** শাস্ত্রকেই তাঁরা মোক্ষম হাতিয়ার **হিসেবেব্যবহারকরেন**।

১. আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের রাজনৈতিক-ধর্মীয় কারণ

পূর্বে **আমরা** দেখেছি যে, **মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠী** রাজন্যবর্গের অনুকম্পাপুষ্ট **ছিল**। রাজদরবারে তাঁদের খুব প্রভাব **ছিল**। বিশেষ করে উমাইয়া **খলিফা**দের শাসনামলে এবং আব্বাসীয় **খলিফা**দের শাসনামলে। সে কারণে সাধারণ গোঁড়াপন্থী **মুসলমান**দের কাছে তাঁদের **কোন** আবেদন **ছিল** না। বরং সব সময় তাঁরা **মুতাযিলাদেরমতবাদের** বিরোধিতা **করেছেন**। **ধর্মের** প্রজ্ঞান্বিত **ব্যাখ্যাদেওয়ার** ফলে কোথাও কোথাও **মুতাযিলারারাসূল** (সাঃ)-এর শিক্ষার **সাথে** আত্মবিরোধিতায় উপনীত হন। এ **ধরনেরব্যাখ্যাখলিফা**দের বেশীর ভাগ **সময়ে** মনঃপুত হত এবং **মূলধর্মের** কঠোর ব্যবস্থা তাঁদের কাছে বিরক্তিকর **মনে** হত। **ফলে** স্বাভাবিকভাবে তাঁরা **মুতাযিলাদের** সমর্থন **করেছিলেন**।

উমাইয়া শাসনামলের শেষের দিকে **মুতাযিলারাঅনেক** সুসংগঠিত হয় এবং তাঁদের **মতবাদ** প্রচারে **একডট** সন্তোষজনক **পর্যায়ে** উপনীত হন। একই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আব্বাসীয় **খলিফা**গণ **মুতাযিলাদের** পৃষ্ঠপোষকতা **করেন** এবং সাধারণ**মুসলমান**দের **ওপর** অত্যাচার ও **নিপীড়নকরেন**। বিশেষ করে **খলিফা** আল-মামুন **মুতাযিলামতবাদ** প্রতিষ্ঠা **করতে** সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালান। এই প্রচেষ্টা সাধারণ**মানুষেরমুতাযিলা** বিরোধী হতে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ **করতে** উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ **এতে** সাধারণ মুসলিমের **মনে** অসন্তোষের **সৃষ্টি** হয় এবং দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

এই **অবস্থার** প্রেক্ষিতে একদল উদারপন্থী **চিন্তাগোষ্ঠী** দু'বিরোধী দলের **মধ্যে** ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য এগিয়ে আসেন। **মূলত** বিরোধ মীমাংসা **ছিল** তাঁদের লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁরা **একডট** দল গঠন **করেন**। **মুসলিমদর্শনেরইতিহাসে** এদেরকে 'এখওয়ানুস শাফা' বা **পবিত্র** ভ্রাতৃসংঘ নামে অভিহিত করা হয়। তাঁরা রক্ষণশীলতা এবং বুদ্ধিবাদী **মতবাদেরমধ্যে** সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা **করেছিলেন**। এই সংঘ **মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠী** পঅনেক পেছনে **অনেকটা** দায়ী।

মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর চিন্তাধারার শেষের দিকে অর্থাৎ খলিফা আল-মনসুরের সময় থেকে গ্রীক দর্শনেরসাথেইসলামধর্মেরঅনেক বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটাতে মুতাযিলারা প্রবৃত্ত হন। এসময় গ্রীক দর্শনেরঅনেক বই-পুস্তওআরবী ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করে। ইসলাম ধর্মকে গ্রীক দর্শনেরওপরপ্রতিষ্ঠিত করে ধর্মেরএকডট প্রজ্ঞান্বিত রূপ দিতে তাঁরা প্রচেষ্টা চালান। এই তৎপরতার পরিণতি টানতে গিয়ে মুতাযিলারা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হন যে, অনেক সিদ্ধান্ত ইসলামেরমূল শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হানে। কিন্তু তবুও তাঁরা নির্বিচারে গ্রীক দর্শন গ্রহণের মধ্য দিয়ে মহানবীর শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মধ্যে নিয়ে আসেন। এই যুক্তির বশবর্তী হয়ে তাঁরা কোরআন এবং অ্যারিস্টটলের দর্শনকে সমন্বয় করার চেষ্টা করেন। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা কখনও কখনও দর্শনকে তাঁদের আলোচনায় অগ্রাধিকার দিতে শুরু করেন। অধ্যাপক সাইদুর রহমান মনে করেন যে, 'এই ধর্মবিরোধী ভাবধারার বিরুদ্ধে সেদিনের রক্ষণশীল মানুষ ঘোষণা করে তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং নিরুৎসাহিত ও নিন্দা করে সবরকম স্বাধীন অনুধ্যানিক চিন্তাকে। হিজরী তৃতীয় শতকের শেষের দিকে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, নতুন কোনকিছু (বিদা'ত) গ্রহণ করতে তাঁরা অস্বীকৃতি জানায়। বিশেষ করে মালিক ইবনে আনাস অভিমত দেন যে, কোরআন ও হাদীসের সব উক্তিকে বিনা প্রশ্নে (বিলা কাইফা) গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই স্বাধীন চিন্তার স্থলে প্রচলন লাভ করে নির্বিচার বিশ্বাস। কোরআন ও হাদীস পাঠ করারমধ্যে সন্তুষ্ট থাকা এবং দর্শন পাঠ থেকে নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখার জন্য সাধারণমানুষকে পরামর্শ দেওয়াযায়।' এই অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং খলিফা আল-মামুনের মৃত্যুর কিছুদিন পরে মুতাযিলাদেরওপর থেকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করা হয় এবং দার্শনিক চিন্তার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।

২. আল-জুবাই ও হাসান আল-আশারীর বিতর্ক

মুতাযিলাচিন্তাবিদদের বিরুদ্ধে যখন বিভিন্নধরনের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ধারায় উৎসারিত হচ্ছিল, তখনহযরত আলী (রাঃ)-এর সালিশ আবু মুসা আল-আশারীর বংশধর আবুল হাসান আল-আশারী মুতাযিলামতবাদ বর্জন এবং এর বিরোধিতা শুরু করেন। মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের পেছনে যেমন কথিত একডট ঘটনা কাজ করেছিল, ঠিক তেমনি আল-আশারীর সঙ্গে তাঁর গুরু আল-জুবাইয়ের একডট ঘটনা ঘটে। পরকালে কর্মফলের একডট বিশেষ প্রশ্নোত্তরের বিপরীতে আল-আশারী গুরুর দল অর্থাৎ মুতাযিলামতবাদ ত্যাগ করে আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠীর জন্ম দেন। অধ্যাপক সাইয়েদ আব্দুল হাই-এরমতানুসারে আল-আশারী এবং আল-জুবাইয়ের প্রশ্নোত্তর নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

আল-আশারী ঃতিন ভাইয়ের মধ্যে প্রথমজন আল্লাহ ভীরু, আর দ্বিতীয়জন ধর্মে অবিশ্বাসী এবং তৃতীয়জন নাবালক। এই অবস্থায় যদি তিন ভাই মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে পরকালে তাঁদের কি অবস্থা হবে ?

আল-জুবাই ঃ প্রথম ভাই নাজাত পেয়ে বেহেশতে অবস্থান করবেন, দ্বিতীয়জন নরকাগ্নি ভোগ করবেন এবং তৃতীয়জন পুরস্কৃতও হবেন না এবং শাস্তিপ্রাপ্তও হবেন না।

আল-আশারী ঃ যদি ছোট ভাই মহানআল্লাহকে বলে যে, হে আমার সর্বশক্তিমান আল্লাহ ! আমাকে জীবন দান কর যাতে করে আমি আল্লাহভীরু হতে পারি এবং আমার বড় ভাইয়ের মত বেহেশত যেতে পারি। তখন কি হবে ?

আল-জুবাই ঃআল্লাহ বলবেন, আমি জানি তোমাকে দীর্ঘ জীবন দিলে তুমি অবিশ্বাসী হবে এবং দোযখে প্রবেশ করবে।

আল-আশারী ঃ কিন্তু তখন দ্বিতীয় ভাইটি যদি বলে হে আল্লাহ তুমি কেন আমাকে নাবালক অবস্থায় মৃত্যুদান করলে না, তাহলে আমি আজ অন্তত দোযখ থেকে মুক্তি পেতাম; তখনআল্লাহ কি জবাব দেবে ?

আল-জুবাই ঃ নিরুত্তর থাকলেন।

অতঃপর আল-আশারী তাঁর গুরুর দল ত্যাগ করে **আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠী**র জন্ম দিলেন। এই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে **আমরা** দেখতে পাব যে, প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের **মধ্যেই** এই বিতর্ক। অর্থাৎ **একদিকেকালাম** অন্যদিকে যুক্তি বা **দর্শন**। শুধুমাত্র প্রজ্ঞার **ওপর** নির্ভর করে জাগতিক সব **সমস্যারসমাধান** দেওয়া সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে প্রত্যাদেশ বা **কালামও প্রয়োজন**। **মুতাযিলাদের** যুক্তির পথ পরিহার করে তাঁরা **কালাম** শাস্ত্রকে প্রধানত পাথেয় হিসেবে গ্রহণ **করেন**। প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসকে **মুতাযিলাদের** দ্বান্দ্বিক আক্রমণ থেকে রক্ষা **করার** জন্য তাঁরা **কালামব্যবহারকরেন**, সেজন্য তাঁদেরকে '**মুতাকাল্লিমুন**' **বলা** হয়। উপরন্তু উপর্যুক্ত **আলোচনা** থেকে যা বুঝা **যায় তাহলো**, **জগতের** সব **ব্যাখ্যা** যুক্তি বা **দর্শন** দিয়ে সম্ভব নয়। **কারণ** এমন **কিছু** রহস্যময় সমস্যা আছে যেখানে যুক্তি অচল। তবে সেসব **সমস্যারসমাধানও প্রয়োজন**। সেজন্য **আল্লাহ** এবং **রাসূল** (সাঃ)-এর **বিধান** পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবে রূপায়ণ**করতে** হবে এবং তার মধ্য থেকে **সমস্যারসমাধানকরতে** হবে। **অবশ্যই** সে **সমাধান** হবে বিশ্বাস**ভিত্তিক**। এম. ওয়াট বলেন, "It seems to me very likely that Al-Jubba'i was beginning to be aware of the limitations of reason, that his pupil was in this respect only carrying his thoughts a stage further"।

আশারীয়াচিন্তাবিদরা **মনে করতেন** যে, ধর্ম বিশ্বাসকে অভিনবত্ব (বিদাঈত) থেকে রক্ষা **করতে** হলে **কিছু** লোককে **কালাম** শিক্ষা **করতে** হবে। এই লক্ষ্যে **আশারীয়া**রা প্রথমে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে **নিজেদের** প্রস্তুত **করতেথাকেন**। **কারণএকদিকেমুতাযিলা** ও ফালাসিফাদের তৎপরতা, অন্যদিকে সাধারণ**মুসলমান**দের বিশ্বাস অর্জনের ব্যাপার **ছিল** কঠিন কাজ। এই সংকট আস্তে আস্তে অতিক্রান্ত **হয়**। সুন্নী মযহাবের লোকেরা **আশারীয়া**দের সহজে গ্রহণ **করেন**। **কারণ** তাঁদের **মতবাদেরসাথেআশারীয়া**দের মতের সঙ্গতি **ছিল**।

বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং **কালাম** শাস্ত্রে বিশারদ ব্যক্তিবর্গ **আশারীয়া**দের দলে ভীড়ে। তাঁদের **মধ্যে** আল-বাক্বিলানী এবং **ইমাম** আল-গাযালী **ছিলেন** প্রধান। আল-বাক্বিলানী বস্তুর **ব্যাখ্যাকরতে** গিয়ে পরমাণুবাদের অবতারণা **করেন**। অন্যদিকে আল-গাযালী **সুফীবাদেরএকডট** বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে **নিজেকে** অপেক্ষাকৃত বেশী জনপ্রিয় করে তোলেন।

সার-সংক্ষেপ

আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠী**মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠী**র প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উদ্ভব হয়। **ধর্মের** প্রজ্ঞান্বিত **রূপে** **সমস্যারব্যাখ্যাদেওয়ার** জন্য **মুতাযিলারাইসলামেরমূল** শিক্ষা থেকে দূরে সরে যান। এই যুক্তির পথে তাঁরা **কোরআন** ও **অ্যারিস্টটলেরদর্শনকে** সমন্বয় **করার** চেষ্টা **করেন**। এই **অবস্থার** প্রেক্ষিতে এবং **খলিফা** মামুনের মৃত্যুর পর **মুতাযিলাদেরওপর** থেকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করা হয় এবং দার্শনিক **চিন্তার** **ওপর** বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে **মুতাযিলাদের** বিরুদ্ধে যখন এই **ধরনের** অবস্থা **সৃষ্টি** হয় **তখন** হাসান আল-আশারী **মুতাযিলামতবাদ** ত্যাগ **করেন** এবং খোদ **মুতাযিলাদেরসরাসরি** বিরোধিতা শুরু **করেন**। **তিনি** পরকালের **বিচার**সংক্রান্ত এক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে তাঁর গুরু আল-জুবাইয়ের বিরোধিতা **করেন** এবং **কালাম** শাস্ত্রনির্ভর **আশারীয়ামতবাদ** প্রতিষ্ঠা **করেন**। **আশারীয়া**রা **মুতাযিলাদের** বিপরীতে মত প্রতিষ্ঠা **করেন**।

অনুশীলনী ঃআশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের জন্য **কোন্ কারণটি** বেশী দায়ী তা **ব্যাখ্যাকরুন**।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

আল-জুবাই পরকাল বিরোধিতা এখওয়ানুস সাফা **অ্যারিস্টটল** বিদা'ত
দোযখ সালিশ মুতাকাল্লিমুন নাবালক নরকাগ্নি রক্ষণশীল

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

পাঠ - ২

অ. **সত্য ও মিথ্যা**

১। হাসান আল-আশারী আগে **মূলতমুতাযিলাচিন্তাবিদছিলেন**। সত্য/মিথ্যা
২। হাসান আল-আশারী **কালামশাস্ত্রবিদ ছিলেন** না। সত্য/মিথ্যা
৩। **ইমাম** গাযালী **একজনআশারীয়াছিলেন** না। সত্য/মিথ্যা
৪। **আশারীয়ারা** পরমাণুবাদ **সম্পর্কেআলোচনাকরেন**। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আল-জুবাই **কোন্ মতবাদের** অনুসারী **ছিলেন**
ক)জাবারিয়া খ)মুতাযিলা
গ)আশারীয়া ঘ)কাদারিয়া

২। প্রশ্নোত্তরের সর্বশেষ **পর্যায়ে** আল-জুবাই কী **করেন**
ক) উত্তর দিতে **থাকেন** খ) অন্য প্রসঙ্গে কথা বলেন
গ) নিরুত্তর **থাকেন** ঘ)কিছুই করলেন না

৩। আল-জুবাই অনুসারে প্রশ্নোত্তরে **উলি□খিত** তৃতীয় ভাইয়ের কী অবস্থা হবে
ক) নিরপেক্ষ **থাকবে** খ) দোযখে **যাবে**
গ) বেহেস্তে **যাবে** ঘ)কিছুই বলাযায় না

৪। আল-জুবাই অনুসারে দ্বিতীয় ভাইয়ের কী অবস্থা হবে
ক) দোযখে **যাবে** খ) বেহেস্তে **যাবে**
গ) নিরপেক্ষ **থাকবে** ঘ)কিছুই বলাযাবে না

ই. **সংক্ষিপ্তরচনামূলক** প্রশ্ন

১। 'এখওয়ানুস সাফা' কারা **ছিলেন** ?
২। **মুতাযিলাদের** প**অনেককারণসংক্ষেপেব্যাখ্যাকরুন**।

ঈ. **রচনামূলক** প্রশ্ন

১। **আশারীয়াদের** উত্থানের ঐতিহাসিক**কারণব্যাখ্যাকরুন**।
২। **আশারীয়ারা** যে বিশেষ কথোপকথনের **ওপর** ভিত্তি করে **প্রতিষ্ঠিত** হয়-তা সবিস্তারে **ব্যাখ্যাকরুন**।

উত্তরমালা

অ. ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। মিথ্যা
আ. ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ক

আশারীয়ামতবাদ
(Ashariya Doctrine)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আশারীয়াদের আল্লাহর গুণাবলী, কোরআনের নিত্যতা এবং আল্লাহরদর্শনলাভ সম্পর্কিত মতবাদেরআলোচনাকরতেপারবেন।
- আশারীয়াদের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অনিষ্ট সম্পর্কিত মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আশারীয়াদের বস্তুর প্রকৃতি এবং কারণতত্ত্ব ও জগৎ সম্পর্কিত মতবাদেরআলোচনা কী সেটা ব্যাখ্যাকরতেপারবেন।

ভূমিকা

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, আশারীয়াগণ মুতাযিলাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরাকোরআন ও হাদীসেরওপরসরাসরিগুরুত্ব দিয়ে তাঁদের মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠা করেন। মুতাযিলাগণ মনে করতেন যে, আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তার সাথে একীভূত। পক্ষান্তরেআশারীয়াগণ মনে করেন যে, কোরআন ও হাদীসেআল্লাহর গুণাবলী যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেভাবে গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই তাঁরা কোরআনের নিত্যতা, আল্লাহরদর্শন লাভ, ইচ্ছার স্বাধীনতা, অনিষ্টের প্রকৃতি, বস্তুর প্রকৃতি এবং জগতের গঠন সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কেমতবাদ প্রদান করেন। আশারীয়াগণ পরমাণুবাদ সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকরেন ।

১. আশারীয়াদের আল্লাহর গুণাবলী, কোরআনের নিত্যতা এবং আল্লাহরদর্শনলাভ সম্পর্কিত মতবাদ

মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর বিপরীতে অর্থাৎ মুতাযিলাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আল-আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় । তাই মুতাযিলাদেরমতবাদের বিপরীতে আশারীয়াদের মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহর গুণাবলী প্রসঙ্গেমুতাযিলারা মনে করেন যে, আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তাভিত্তিক। কারণ তাঁর গুণাবলীকে পৃথকভাবে গণ্য করলে একাধিক চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়, যা তৌহিদবিরোধী। আশারীয়াগণ আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাখ্যায় মুতাযিলাদের এই ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, কোরআন ও হাদীসে যেভাবে আল্লাহর গুণাবলী স্বীকৃত, সেভাবে মেনে নিতে হবে। দু'টি উপায়ে আশারীয়াগণ আল্লাহর গুণাবলী প্রতিপাদন করতে প্রয়াস পান । প্রথম স্তরে তাঁরা সিফাতীয়াদের ন্যায়আল্লাহর সাতটি প্রজ্ঞান্বিত গুণকে মেনে নেন। সেগুলো হলো ঃ জীবন, জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন ও কথন। আল্লাহর শক্তি আছে; যেমন আল্লাহ বলেন, 'তারা কী দেখেনি যে আল্লাহতাআলা যিনি তা'দিগকে সৃষ্টিকরেছেন তিনি তাঁদের চেয়ে শক্তিশালী?' (৪১ঃ১৫)

'আল্লাহ যদি ইচ্ছাকরতেন তাঁদের শ্রবণ ও দর্শনশক্তি চিরতরে হরণ করতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান।' (২ঃ২০)

এভাবে আশারীয়াগণ কোরআনের প্রমাণ থেকে আল্লাহর গুণাবলীর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন।

দ্বিতীয় স্তরেতাঁরা মনে করেন যে, আল্লাহর ক্ষেত্রে গুণাবলী যে অর্থে প্রযোজ্য মানুষের ক্ষেত্রে সে অর্থে কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। যদি মানুষের ক্ষেত্রে সে অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে তা প্রযোজ্য হবে। কারণআল্লাহ ও মানুষেরওপর প্রযোজ্য গুণাবলীর মধ্যেপরিমাণগত, গুণগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্যরয়েছে।

কোরআনের নিত্যতা প্রসঙ্গেআশারীয়াগণ মুতাযিলাদের মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, কোরআন সৃষ্ট নয়, চিরন্তন। অনাদিকাল হতে কোরআনআল্লাহর সত্তায় বিরাজমান ছিল এবং বিশেষ সময়েতা ভাষায় ব্যক্ত হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ কোরআনের যে ভাষা তা রাসূল (সাঃ)-এর নয়, স্বয়ং আল্লাহর ভাষা। অবতীর্ণহওয়ার আগেও কোরআনছিল। সেজন্য কোরআনকোনভাবেই সৃষ্ট নয়। আশারীয়াগণ তাঁদের মতের সমর্থনে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দেন : 'পূর্বাপর সকল আদেশই আল্লাহর।' (৩০ঃ৪)

'সৃষ্টি এবং আদেশ কি তাঁর নয়।' (৭ঃ৫৪)

আল্লাহকেদর্শনকরার সম্ভাবনা মুতাযিলারা অস্বীকার করেন। তাঁরা এই দেখাকে রূপক অর্থে ব্যবহারকরেছেন । কিন্তু আশারীয়াগণ মনে করেন যে, পরকালে পুণ্যবানব্যক্তিরা আল্লাহকে চাক্ষুষ দর্শনকরতেপারবেন । তাঁদের মতের সমর্থনে কোরআন এবং হাদীস থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো তাঁরা উপস্থাপন করেন:

'সেদিন মুখমন্ডলসমূহ আল্লাহর সন্দর্শন লাভ করে সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হবে।' (৭৫ঃ২২-২৩)

'আর যে ব্যক্তি তাঁর সন্দর্শন কামনা করে, সে যেন এই এক ও অদ্বিতীয় প্রভুর এবাদতে আর কাকেও শরীক না করে।' (১৮ঃ১১০)

আল্লাহরদর্শনলাভ করা যাবে কি-না সে প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেন, 'আমরা যেমন পূর্ণ চন্দ্র দেখে থাক তেমনি আমরাতোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে।'

২. আশারীয়াদের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অনিষ্ট সম্পর্কিত মতবাদ

মুতাযিলাচিন্তাবিদরা মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলে মত প্রকাশ করেন। আল্লাহকে ন্যায় বিচারকহিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা সরাসরিমানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা তথা মানুষ তাঁর সব কাজের জন্য দায়ী এটা স্বীকার করে নেন । তা না হলে শেষ বিচারের দিনে মানুষের কর্মফলের বিচার সম্ভব হবে না। ইচ্ছার স্বাধীনতাবিহীন আল্লাহরবিচার স্বেচ্ছাচারিতার সামিল। এ মতের বিপরীতে আশারীয়াগণ বলেন যে, মানুষকোন কর্ম সৃষ্টিকরতেপারেন না, বরং সে কর্ম অর্জন করতে পারে মাত্র। মানুষ তাঁর ক্ষমতা দিয়ে তাঁর কর্মের ফল তৈরী করতেপারেন না। আল্লাহই একমাত্র সক্রিয়, সৃষ্টিশীল এবং পরিচালক। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কর্মের ক্ষমতা দিয়েছেন। ভাল-মন্দ বুঝে কাজ করার শক্তি দিয়েছেন। আবারনির্বাচনকরারও ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু উক্ত কর্মেরফলাফল তৈরী মানুষের কাজ নয়। আল্লাহএকমাত্রকর্মের ফল সৃষ্টিকরতেপারেন।

অনিষ্টের ধারণা প্রসঙ্গেমুতাযিলাগণ মনে করেন যে, আল্লাহ কল্যাণের প্রতীক। তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের কোন অকল্যাণ সৃষ্টিকরতে পারেন না। প্রজ্ঞাই ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, পুরস্কার-শাস্তির মাপকাঠি। কিন্তু আশারীয়াগণ মনে করেন যে, প্রজ্ঞা ভাল ও মন্দের মাপকাঠি ঠিকই, তবে কোন্ কাজ আল্লাহর জন্য ভাল এবং কোন্ কাজ আল্লাহর জন্য মন্দ তা আল্লাহর জানার এক্তিয়ারভুক্ত। সুতরাং পরকালে শাস্তি ও পুরস্কারআল্লাহর এক্তিয়ারভুক্ত। কারণ প্রজ্ঞা দিয়ে দৈনন্দিন আল্লাহরইবাদতকে প্রতিপাদন করা যাবে না। আশারীয়াগণ তাঁদের মতের সমর্থনে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতউদ্ধৃতকরেন:

'আল্লাহর প্রেরিত রাসূলপবিত্র পুস্তওাবলী পাঠ করে শোনায়, যার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাসমূহ রয়েছে।' (৯৮ঃ২-৩)

আবাররাসূল (সাঃ) বলেন, 'তোমাদের পার্থিব কাজ সম্পর্কে আমরাই ভাল জান।'

৩. আশারীয়াদের বস্তুর প্রকৃতি এবং কারণতত্ত্ব ও জগৎ সম্পর্কিত মতবাদ

মুতাযিলাচিন্তাবিদরা মনে করেন যে, অস্তিত্ব গুণনির্ভর। অর্থাৎ বস্তু হলো গুণের আধারণ যখন বিভিন্ন গুণকে একত্রিত করা হয় তখন বস্তু অস্তিত্বশীল হয়। কিন্তু আশারীয়াগণ মনে করেন যে, বস্তুর নিজস্ব এবং স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে; যেটা সরাসরি শুধু গুণনির্ভর নয়। অধ্যাপক সাইয়েদ আব্দুল হাই বলেন, "Al-Ash'ari did not distinguish between existence, latency, thingness, essence, and individual reality. A thing's existence, and its individual reality, its essence and substantiality, are all one"।

কারণতত্ত্ব ও জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কিত আশারীয়াদের মতবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহহলোজগতের সব কারণের কারণ। তিনি পরম এবং স্থায়ী কারণ। কোন গৌণ কারণ সেখানে কাজ করে না। আল্লাহরইচ্ছার বাইরে কারণতত্ত্বে কিছুই নেই। কিন্তু তাই বলে জগতে একক কারণের জন্য কোন অনিয়ম নেই। অধ্যাপক হাই বলেন, "The will of God, of course, is not arbitrary, for he does not do contradictory things. As the will of God is not arbitrary, there is uniformity in the workings of Nature. As such there can be laws of Nature"।

জগৎ সৃষ্টিসম্পর্কেমুতাযিলাদেরমতবাদআশারীয়ারা প্রত্যাখ্যান করেন। মুতাযিলারা গ্রীক দর্শনেরসাথেকোরআনের সমন্বয় সাধন করে জগতের উৎপত্তির বিষয়টি সুরাহা করেন। তাঁরা মনে করেন যে, জগৎ চিরন্তন। গোঁড়া মুসলমানদের মতের পক্ষে যুক্তি দিয়ে আশারীয়াগণ একডট নতুন মতবাদ প্রদান করেন যা কোরআনে বর্ণিত ব্যাখ্যা। তাঁদের এই মতবাদকে পরমাণুবাদ বলা হয়। অ্যারিস্টটলীয় নিশ্চল জগতেরব্যাখ্যায় আশারীয়রা তৃপ্ত না হয়ে বরং তাঁরা দেখান যে, জগৎ চিরন্তন নয়। জগৎ অসংখ্য সচল পরমাণু দিয়ে গঠিত।

সার-সংক্ষেপ

মুতাযিলাদেরমতবাদের বিপরীতে আশারীয়ারা কালামশাস্ত্রের ওপর জোর দিয়ে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মতবাদগুলোর মধ্যেআল্লাহর গুণাবলী, কোরআনের নিত্যতা, আল্লাহরদর্শনলাভ, ইচ্ছার স্বাধীনতা, অনিষ্ট বস্তুর প্রকৃতি এবং কারণতত্ত্ব অন্যতম। তাঁরা মনে করেন যে, আল্লাহর গুণাবলী কোরআন এবং হাদীসে বর্ণিত গুণাবলীর অনুরূপ। আল্লাহর ক্ষেত্রে গুণাবলী যে অর্থে প্রযোজ্য মানুষের ক্ষেত্রে সে অর্থে কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। আশারীয়াদের মতে, কোরআনচিরন্তন, অর্থাৎ কোরআন আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। পুণ্যবানগণ পরকালে আল্লাহরদর্শনপ্রাপ্ত হবেন। ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁরা বলেন যে, মানুষ তার কর্ম সৃষ্টি করে না, বরং অর্জন করে। বস্তুর অস্তিত্ব গুণনির্ভর। অর্থাৎ গুণের আধারকরূপে বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত।

অনুশীলনী ঃআশারীয়াদের দেওয়ামতবাদগুলো সবিস্তারে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

সত্তাভিত্তিকদর্শন শ্রবণ কথন গুণগত মুখমন্ডল অকল্যাণ
প্রজ্ঞা কারণতত্ত্ব পার্থিব স্বেচ্ছাচার চাক্ষুষ

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. **সত্য ও মিথ্যা**

১। আশারীয়াগণ মনে করেন যে আল্লাহর গুণ সত্তাভিত্তিক। সত্য/মিথ্যা
২। আশারীয়াগণ মনে করেন পরকালে পুণ্যবানগণআল্লাহরদর্শনপ্রাপ্ত হবেন। সত্য/মিথ্যা
৩। আশারীয়াগণ মনে করেন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। সত্য/মিথ্যা
৪। আশারীয়াগণ মনে করেনকোরআন সৃষ্ট। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আশারীয়াদের মতেআল্লাহরদর্শন
ক)সম্ভব খ) সম্ভব না
গ)বলাযায় না ঘ)কোনটিই নয়

২। আশারীয়াদের মতেকোরআন
ক)সৃষ্ট খ)চিরন্তন
গ) উভয়ই ঘ)কোনটিই না

৩। আশারীয়ারা মনে করেন যে
ক)মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা আছে খ)মানুষ কর্ম সৃষ্টি করে
গ)মানুষ কর্ম অর্জন করে ঘ)মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা নেই

৪। আশারীয়াগণ মনে করেন যে পরমাণু
ক)সচল খ) নিশ্চল
গ)বলাযায় না ঘ) সচল ও নিশ্চল

ই. **সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন**

১। ঐশী গুণাবলী সম্পর্কেআশারীয়াদের মত সংক্ষেপেব্যাখ্যাকরুন।
২। ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কেআশারীয়াদের মতসংক্ষেপেতুলে ধরুন।

ঈ. **রচনামূলক প্রশ্ন**

১। আশারীয়াদের দেওয়ামতবাদগুলোর মধ্যে যে কোন দু'টি মতবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিন।
২। আশারীয়াদের বস্তুর প্রকৃতি এবং কারণতত্ত্ব ও জগৎ সম্পর্কিত মতবাদের বিস্তারিত আলোচনাকরুন।

উত্তরমালা

অ. ১। মিথ্যা ২। সত্য ৩। মিথ্যা ৪। মিথ্যা
আ. ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক

পাঠ - ৩

আল-বাক্বিলানী ঃ পরমাণুবাদ
(Al-Baqillani : Atomisখ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আল-বাক্বিলানীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন ।
- তাঁর পরমাণুবাদ সম্পর্কেব্যাখ্যাকরতেপারবেন ।

ভূমিকা

আল-বাক্বিলানী ছিলেন হাসান-আল-আশারীর সুযোগ্য শিষ্য। তিনি মৌলিক চিন্তাবিদছিলেন। ধর্মতত্ত্ব ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। যার কারণে আশারীয়ামতবাদকে একডট পরিণত পর্যায়ে নিয়ে যেতে তিনি সমর্থ হন। বাক্বিলানী অনেকগুলো পুস্তওরচনাকরেন যার মধ্যে 'কিতাবুল তামহিদ' অন্যতম। এই পুস্তওেতিনি পরমাণুবাদ সম্পর্কেআলোচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। অ্যারিস্টটলীয় নিশ্চল পরমাণুবাদ-এর বিরুদ্ধে আল-বাক্বিলানী সচল পরমাণুবাদের প্রবর্তন করেন যা আধুনিক পদার্থবিদ্যা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

১. আল-বাক্বিলানীর জীবন ও কর্ম

আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাসান আল-আশারী। তাঁর সাথেছিলেন তাঁর সুযোগ্য সতীর্থ ও শিষ্য আল-মাতুরিদী, আত-তাহারী, আবুবকর আল-বাক্বিলানী প্রমুখ। আল-আশারীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বিষয় এবং বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য প্রয়োজনছিল অধিবিদ্যার। এই অধিবিদ্যা সৃষ্টিকরেন আল-বাক্বিলানী। আল-মাতুরিদী এবং আত-তাহারী তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক ও অধিবিদ্যক মতবাদকে সমৃদ্ধ করেন।

আল-বাক্বিলানী মৌলিক চিন্তাবিদছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ের ওপরঅনেকমূল্যবান পুস্তওরচনাকরেন। তিনি আল-আশারীর একজন ছাত্র ছিলেন এবং আশারীয়ামতবাদের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে একথা বলা হয়ে থাকে যে, আল-বাক্বিলানী আশারীয়ামতবাদের পরিণত রূপ দান করেন। তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে মাত্র গুটিকয়েক বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যেএকডট বিখ্যাত বই হলো 'কিতাবুল তামহিদ'। আল-বাক্বিলানী পরমাণুবাদের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি হিজরী ৪০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

২. আল-বাক্বিলানীর পরমাণুবাদ

আশারীয়াচিন্তাবিদদের দেওয়া মতবাদেরমধ্যে পরমাণুবাদ সবচেয়েগুরুত্বপূর্ণ। যতদূর জানা যায় নিশ্চল অ্যারিস্টটলীয় জগতের বিরুদ্ধে এটা ছিল প্রথম দার্শনিক বিদ্রোহ। মুতাযিলারা মনে করতেন যে, জগৎ অনাদি ও অনড় যার ওপর দৃশ্যমান কোন আকার প্রয়োগ করা যায় না। তাঁদের এ মতের বিরুদ্ধে আল-বাক্বিলানী খড়্গ হস্ত ধরেন। তিনি দেখান যে, জগতের দৃশ্যমান সব কিছুই পরমাণু দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ সব কিছুই পরমাণুর সমন্বয়ে এবং পরিবর্তনশীল কণা দ্বারা গঠিত। আর এ পরিবর্তনশীল কণার মধ্যেকোন জড় বিদ্যমান নেই। যা আছে তা পরমাণু, তা কোন ভৌত দ্রব্য নয়। প্রকৃতিগত দিক থেকে এই পরমাণুগুলো এতই ক্ষুদ্র যে, এগুলোকে আর বিভক্ত করা যায় না। আবার এগুলোকে পরিবর্তিত করা যায় না, কিন্তু পরমাণুর সমন্বয়ে যেসব বস্তু বা বস্তুকণা গঠিত, সেগুলোর মধ্যেএকডট নিরবচ্ছিন্ন স্রোত কাজ করে। অধ্যাপক হাই বলেন, "The manifestations, be they mental or physical, be they in place or in time, are all composed of atoms. The underlying essence of the manifestations is not the eternal inert passive matter as Aristotle holds, but non-material dynamic particles or atoms"।

পরমাণুগুলো পরিমাণগত দিক থেকে অগণিত। প্রত্যেক পরমাণুর একটট বিশেষ গুণাগুণ থাকে কিন্তু এগুলোর দেশে বা কালে কোন সম্প্রসারণ নেই। তারা একে অপরকে স্পর্শ করে না এবং দু'টি পরমাণুর মধ্যে ফাঁক পরিলক্ষিত হয়। সর্বদা এই পরমাণুগুলো আসা-যাওয়ার মধ্যেথাকে। আবার প্রতিটি মুহ র্তে পরমাণুর সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু গতি এবং পরিবর্তন এদের ধর্ম। বস্তুর অস্তিত্ব পরমাণুর অস্তিত্বের ওপরে নির্ভরশীল। আল্লাহ পরমাণুতে অস্তিত্বের গুণ আরোপ করে। আর এ গুণ প্রাপ্তির আগে পরমাণুগুলো সুপ্ত অবস্থায়থাকে। আল্লাহ কর্তৃক শক্তি প্রাপ্ত হয়ে এরা অস্তিত্বশীল হয়। এই অবস্থায় বস্তুর মধ্যেপরিবর্তন সূচিত হয়। এই অবস্থাকে কোনভাবেই অপরিবর্তনশীল বা স্থায়ী কোনকিছুবলা যায় না। একইভাবে দেশ এবং কালও এই পরমাণু দ্বারা গঠিত। অসম্প্রসারিত পরমাণু দ্বারা দেশ গঠিত এবং কাল পরমাণুর পূর্বাপর পারস্পর্যের জন্যই সৃষ্টি হয়।

এই ধরনের পরমাণুর পরিমাণ অসংখ্য। যার কারণে দ্রব্যের সংখ্যাও অসংখ্য। দ্রব্যের আকার নির্ভর করে পরমাণুর ওপর। অধ্যাপক সাইদুর রহমান বলেন, 'দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। দ্রব্য কেবল গুণের আশ্রয়ে এবং গুণ কেবল দ্রব্যেই থাকতে পারে। গুণবিহীন দ্রব্য বা বিমূর্ত জড় নিছক মানসিক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।' বস্তুতে অধিষ্ঠিত গুণ বলে কিছু নেই এবং স্বাধীন সত্তা হিসেবে প্রকৃতি অস্তিত্বশীল নয়।

আল-বাক্বিলানী শুধুমাত্র অ্যারিস্টটলের বস্তুর অনন্ত সত্তাকে খন্ডন করেননি, তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বকে খন্ডন করেন। অ্যারিস্টটলের দশটি ক্যাটেগরির মধ্যে মাত্র দ্রব্য এবং গুণকে রেখে বাকী আটটি ক্যাটেগরিকে তিনি খন্ডন করেন। বাকী ক্যাটেগরি যেমন জড়, দেশ, কাল, পরিমাণ প্রভৃতিকে তিনি হয় গুণে রূপান্তরিত করেন অথবা সম্বন্ধে রূপান্তরিত করেন। তথাকথিত এই ক্যাটেগরিগুলো জ্ঞাতার মনে অস্তিত্বশীল হয় অথবা তাদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। অধ্যাপক হাই বলেন, "Nothing objective corresponds to them. Matter as a category exists only in thought. Time is nothing but the co-existence of different object. Similar is the case with other categories"।

বাক্বিলানী মনে করেন যে, ক্যাটেগরিগুলো কিছুই নয়, কিন্তু আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যা জ্ঞাতার মনে আত্মগতভাবে অবস্থান করে। তাদের সম্পর্কেসরাসরিকোন বস্তু বাস্তব জগতে নেই। জগৎ দ্রব্য দ্বারা গঠিত যার ওপর মনের প্রতিফলন ঘটে। সেজন্য গুণ জ্ঞাতার মনের বিষয়। গুণ ছাড়া কোন দ্রব্য অস্তিত্বশীল হতে পারে না। আবার দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকতে পারে না। এই তত্ত্বই অ্যারিস্টটলের চিরন্তন গুণসম্পন্ন জগতেরধারণার বিরুদ্ধে প্রথম দার্শনিক আক্রমণ।

পরমাণুর গঠন নিয়ে আশারীয়ারা মনে করতেন যে অসংখ্য বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন পরমাণু দ্বারা দ্রব্য গঠিত। সেজন্য দ্রব্য ছাড়া কোন গুণ থাকতে পারে না। এসব পরমাণুর সৃষ্টিসম্পর্কেকিছুই বলাযায় না। শূন্য থেকে এগুলোর উৎপত্তি, আবার শূন্যতে এগুলো বিলীন হয়ে যায়। অধ্যাপক সাইদুর রহমান বলেন, 'কোন পদার্থ যখন এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যায়, তখন এর গতি কোন নিমিত্ত (efficient) কারণের নির্দেশ করে না। কারণ প্রথম অবস্থানে পরমাণুগুলো বিলীন হয়ে যায় এবং এরপর দ্বিতীয় অবস্থানে উদ্ভূত হয় নতুন নতুন পরমাণুর।'

এটা অনেক সময় সন্দেহ করা হয়ে থাকে যে, আল-বাক্বিলানী প্রথম পরমাণুবাদী নন। কারণ এই মতবাদটি যে পূর্বে ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে পরমাণুবাদী একটট দলই ছিল। মুতাযিলাদেরমধ্যেও অনেকে এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তবে আল্লাহরইচ্ছার অনুসারী পরমাণু দিয়ে জগৎ গঠিত এই মতবাদ আল-বাক্বিলানী প্রথম মুসলিম দর্শনে অন্তর্ভুক্ত করেন।

সার-সংক্ষেপ

হাসান আল-আশারী যখন গুরুর দল ত্যাগ করে কালামশাস্ত্রের ওপর জোর দিয়ে আশারীয়ামতবাদ প্রতিষ্ঠায় রত ছিলেনতখন তাঁর সাথে বেশ কিছুকালামশাস্ত্র বিশারদ যোগ দেন। এদের মধ্যে আল-বাক্বিলানী ছিলেন অন্যতম। তিনি মৌলিক চিন্তাবিদছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে অনেকপুস্তওরচনাকরেন। দর্শনের ইতিহাসেতিনিই প্রথম অ্যারিস্টটলের নিশ্চল জড়ের বিরুদ্ধে কথা

পাঠ - ৪

র মত অনুসারে, **জগতের** দৃশ্যমান সব **কিছুই** পরমাণু দ্বারা গঠিত-যার **মধ্যেকোন** শুধু সচল কণা। এগুলো এতই ক্ষুদ্র যে, এগুলোকে আর বিভক্ত করা **যায়** না। **আবার** এগুলোকে **পরিবর্তন**ও করা **যায়** না। তবে এই পরমাণুর সমন্বয়ে যেসব বস্তু গঠিত, সেগুলোর **মধ্যে** নিরবচ্ছিন্নতা আছে। **আল্লাহ** কর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে এরা অস্তিত্বশীল হয়। বাক্বিলানী **অ্যারিস্টটলের** জ্ঞানতত্ত্বকে সমালোচনা করে দেখান যে, ক্যাটেগরি দশটি নয়, মাত্র দু'টি - দ্রব্য ও গুণ। বাক্বিলানী হিজরী ৪০৩ সালে মৃত্যুবরণ **করেন**।

অনুশীলনী ঃ ''আল-বাক্বিলানী মৌলিক **চিন্তাবিদছিলেন**''-একথা কতটুকু **সত্য** তা **আলোচনাকরুন**।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

পরমাণু ক্যাটেগরি সচল নিশ্চল দৃশ্যমান শক্তিপ্রাপ্ত অধিবিদ্যা
অস্তিত্বশীল অসংখ্য পারম্পর্য আত্মগত বাক্বিলানী

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। আল-বাক্বিলানী **আশারীয়া**র শিষ্য **ছিলেন**। **সত্য/মিথ্যা**
২। বাক্বিলানী পরমাণুর গঠন নিয়ে **আলোচনাকরেন**। **সত্য/মিথ্যা**
৩। বাক্বিলানীর মতে, পরমাণু সচল নয়। **সত্য/মিথ্যা**
৪। বাক্বিলানী **অ্যারিস্টটলের** জ্ঞানতাত্ত্বিক **মতবাদ** গ্রহণ **করেন**। **সত্য/মিথ্যা**

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাক্বিলানীর **একডট** বইয়ের নাম
ক) কিতাবুল লুমা **খ)** কিতাবুল তামহিদ
গ) কিমিয়ায়ে শা'দাত **ঘ)** মেশ্‌কাত

২। **অ্যারিস্টটলের**মতে ক্যাটেগরি কয়টি
ক) ৮টি **খ)** ৯টি
গ) ১২টি **ঘ)** ১০টি

৩। বাক্বিলানী কয়টি ক্যাটেগরির কথা বলেন
ক) ২টি **খ)** ৩টি
গ) ৪টি **ঘ)** ৫টি

৪। বাক্বিলানী অনুসারে পরমাণুগুলো শক্তি পায় কোথা থেকে
ক)বস্তুর গঠন থেকে **খ)** শূন্য থেকে
গ)আল্লাহ হতে **ঘ)কোনটিই** হতে নয়

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। আল-বাক্বিলানী **অ্যারিস্টটলের** জ্ঞানতত্ত্ব কীভাবে সমালোচনা **করেন**? **সংক্ষেপে** লিখুন।
২। আল-বাক্বিলানীর **জীবন** ও কর্ম **সম্পর্কেসংক্ষিপ্ত** বিবরণ দিন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরমাণু**বাদব্যাখ্যায়** আল-বাক্বিলানীর **মতামত সম্পর্কে** বিস্তারিত **আলোচনাকরুন**।
২। **দর্শন** বিষয়ে আল-বাক্বিলানীর অবদান **তুলে ধরুন**।

উত্তরমালা

অ. ১। **মিথ্যা** ২। **সত্য** ৩। **মিথ্যা** ৪। **মিথ্যা**
আ. ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ

ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রসঙ্গেমুতাযিলা ও আশারীয়া
(Mutazilites and Asharites on the Freedom of Wilk)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কেমুতাযিলাদেরমতবাদ জানতে পারবেন।
- ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কেআশারীয়াদের মতবাদঅবগত হবেন।
- ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কেমুতাযিলা ও আশারীয়াদের মতের তুলনামূলক চিত্র ব্যাখ্যাকরতেপারবেন।

ভূমিকা

মুসলিম বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যেইচ্ছার স্বাধীনতা বিষয়ক বিরোধটি ছিলসবচেয়ে প্রকট। কাদারিয়ারা প্রথম এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকরেন। তাঁদেরকে অনুসরণ করে মুতাযিলারাউল্লেখ করেন মানুষের যেহেতুইচ্ছার স্বাধীনতা আছে সেহেতু তাঁর কৃতকর্মেরবিচার হবে। ভাল কাজের জন্য ভাল ফল এবং খারাপ কাজের জন্য মন্দ ফল মানুষআল্লাহর কাছ থেকে পাবেন। সেজন্য কাজ করার যে ইচ্ছাশক্তিমানুষের আছে সেটা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁরা স্বাধীন। কারণ কর্ম নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁরা স্বাধীন না হলে সে কর্মের দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায় না। এর ওপর ভিত্তি করে পরকালে তাঁরা ফলাফলভোগ করবেন। অন্যদিকে আশারীয়ারা মনে করেন যে, মানুষনিজ দায়িত্বে কর্ম সৃষ্টিকরতেপারেন না, অর্জন করেন মাত্র। সে কারণে কর্ম নির্বাচনে মানুষসম্পূর্ণ স্বাধীন নয়।

১. ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কেমুতাযিলাদেরমতবাদ

ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কেমুসলিম দর্শনে প্রথম বলিষ্ঠ মতবাদ রাখেন কাদারিয়াচিন্তাগোষ্ঠী। মূলত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় মতবাদ নতুন আঙ্গিকে পেশ করেন। কাদারিয়ারা মনে করেনযে, মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। কারণইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে কোনব্যক্তিরওপর সেই স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করা যায় না। এই মতের অনুসারী হয়ে মুতাযিলারা তাঁদের মতবাদ প্রচারকরেন। মানুষ তাঁর কৃতকর্ম অনুসারে শেষ বিচারের দিনে পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবেন। আর কর্মফলের হিসেব যদি এভাবে হয়, তাহলে ইচ্ছার স্বাধীনতা ব্যক্তিরঅবশ্যই থাকতে হবে। যদি তা না থাকে তাহলে দায়িত্বের ধারণা স্ববিরোধে পর্যবসিত হয়।

কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কেকোন মন্তব্য বা কোন অভিযোগ বিনা কারণে করা যায় না। যদি এটা করা হয় তাহলে সেটা অন্যায়ভাবে করা হবে। স্ববিরোধিতা নিয়ে কারও সম্পর্কে এ ধরনের সিদ্ধান্ত করা যায় না। আর স্ববিরোধিতা পরিত্যাজ্য, সর্বদা অগ্রহণযোগ্য। মুতাযিলারা মনে করেন যে, মানুষের কর্মপন্থা নির্বাচনে অন্য কারও হাত নেই। সে স্বাধীনভাবে তার কর্মপন্থা নির্বাচনকরতে পারে এবং করে। মানুষই জগতের ভাল-মন্দ, ইষ্ট-অনিষ্ট কাজ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে দায়ী। অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিষয়েও সে এ ব্যাপারে পারদর্শী। ভাল-মন্দ বিচারে বিবেক-বিবেচনার যে ক্ষমতা আল্লাহমানুষকে দিয়েছেন তাতে করে মানুষসম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে তার কর্ম ও কর্মপন্থা নির্বাচনকরতে সক্ষম এবং সক্ষম হওয়াতে মানুষ তার কর্মপন্থা সর্বদা নির্বাচন করে থাকেন। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাইরের কোন প্রভাব তাকে প্রভাবিত করে না। সুতরাং এ বিষয়ে সে স্বাধীন। অধ্যাপক আব্দুল হাই বলেন, "..... man is a free being who has been endowed with the capacity of reasoning. He is placed in the world where God has laid open before him the paths of good and evil. It is the duty of man to select the good path and avoid the evil one"।

অন্যদিকে যদি ধরা হয় যে, মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা নেই, সে কারণে তার কর্ম নির্বাচনের ক্ষমতাও নেই। তাহলে তার দ্বারা সংঘটিত কর্ম ও কর্মপন্থা বাইরের কোন শক্তির প্ররোচনায় সংঘটিত হয়। সেজন্য তার উক্ত কাজের জন্য কোনশাস্তি বা পুরস্কার তিনি পেতে পারেন না। সুতরাং বিচারের প্রসঙ্গ আসলেই ব্যক্তি মানুষেরকর্মের স্বাধীনতার বিষয়টি মেনে নিতে হবে। তাতে করে স্ববিরোধিতা আর থাকবে না। মহানআল্লাহ তার বান্দারকর্মেরফলাফল দিবেন শেষ বিচারের দিনে-যে বিচারকর্মে এই ধরনের স্ববিরোধী কোনকিছুথাকবে না। কারণতিনিমহান ও দয়ালু। মুতাযিলাচিন্তাবিদরা তাঁদের মতের সমর্থনে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহেরওপর নির্ভর করেন:

'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।' (২২ঃ১০)

'যে সৎপথে চলে সে নিজের মঙ্গলের জন্য তা করে। আর যে বিপথে চলে সে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেই তা করে। একের বোঝা অপরে বহন করবে না। সতর্ককারী রাসূল না পাঠিয়ে আমি (কোন জাতিকে)শাস্তি প্রদান করি না।' (১৬ঃ১৫)

২. ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কেআশারীয়াদের মতবাদ

এবারে ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রসঙ্গেআশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠীর মত আলোচনা করা যাক। মুতাযিলাচিন্তাবিদরা আল্লাহকে ন্যায় বিচারক হিসেবেপ্রতিষ্ঠিতকরতেগিয়েমানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই মতের বিপরীতে আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠী মনে করেন যে, মানুষস্বীয় কর্ম নিজের দায়িত্বে সৃষ্টিকরতেপারেন না, কিন্তু অর্জন করতেপারেন। মানুষের শক্তি কোনকিছু উৎপাদন করতে পারে না। উৎপাদনের সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর।

মানুষ যে কর্মপন্থা নির্বাচন করে তা মানুষেরমধ্যেআল্লাহসৃষ্টিকরেন। যেমন মানুষ যদি কোন কিছুলিখতে চায় তখন তার মধ্যেইচ্ছাশক্তির সৃষ্টিকরেনআল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং লেখেন না। পুরাতন গোঁড়াপন্থীরা হলো অদৃষ্টবাদী এবং মুতাযিলারা তাঁদের ঐশী বিচারেরনীতি অনুসারে মানুষকে কার্যের নিয়ামক শক্তি প্রদান করেন; কিন্তুআশারীয়ারা এই দু'চরমপন্থী মতের মাঝামাঝি মত প্রদান করেন। সৃষ্টিকরার ক্ষমতা একমাত্রআল্লাহর। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষেরমধ্যে শক্তি ও ইচ্ছাসৃষ্টিকরেন। সেজন্য নিয়ন্ত্রণে ও উৎপাদনের দিক দিয়ে আল্লাহ কার্য সৃষ্টিকরেন। সুতরাং মানুষ কার্য অর্জন করতেপারেন মাত্র। অধ্যাপক আব্দুল হাই বলেন, "Man has consciousness of freedom of self-determination as the action corresponds to man's power and choice. Thus al-Ash'ari accounted for free-will and responsibility on the part of man"।

৩. ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কেমুতাযিলা ও আশারীয়াদের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কেমুতাযিলা এবং আশারীয়াদের মধ্যে মতপার্থক্যরয়েছে। নিম্নে পার্থক্যগুলো সম্পর্কেআলোচনা করা হলো :

প্রথমত মুতাযিলাচিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। অন্যদিকে আশারীয়াগণ সরাসরিমানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলে মনে করেন না।

দ্বিতীয়ত মুতাযিলাগণ আল্লাহকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করেন। সেজন্য আল্লাহ ন্যায় বিচারকহওয়ার জন্য পরকালে মানুষকে তার কর্মেরফলাফলতিনি সুচারুরূপে প্রদান করবেন। আর এই কাজের জন্য মানুষকে অবশ্যই ইহজগতে তার কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করতে হয়। সুতরাং মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। অন্যদিকে আশারীয়াগণ মনে করেন যে, মানুষ কর্ম অর্জন করেন মাত্র, স্বাধীনভাবে কর্মপন্থা নির্বাচনকরতে পারে না। সৃষ্টিকরার ক্ষমতা একমাত্রআল্লাহর। সুতরাং কর্ম উৎপাদনের জন্য মানুষসরাসরি দায়ী নয়।

তৃতীয়ত কর্মের স্বাধীনতা না দিয়ে তার ফলাফলসম্পর্কেবিচার করে শাস্তি বা পুরস্কারপ্রদান করা একডট স্বরিরোধী বিষয় বলে মুতাযিলাগণ মনে করেন। কিন্তু আশারীয়াগণ এ

বিষয়ে সুস্পষ্ট **কিছু** বলেননি। তবে কর্মফল এবং **অন্যান্যআল্লাহর** কার্যাবলী **সম্পর্কে** তাঁরা স্পষ্টত সচেতন।

চতুর্থত **মুতাযিলা**গণ গোঁড়াপন্থীদের অদৃষ্টবাদের বিপরীতে মত দিতে গিয়ে **ইচ্ছা**র স্বাধীনতা সম্পর্কিত এক চরম মতের আশ্রয় নেন। কিন্তু **আশারীয়া**গণ অদৃষ্টবাদ এবং **মুতাযিলাদেরইচ্ছা**র স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতের মাঝামাঝি **মতবাদ** প্রদান **করেন**।

সার-সংক্ষেপ

মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর **মতবাদসমূহেরমধ্যেইচ্ছা**র স্বাধীনতা সম্পর্কিত **মতবাদ** অন্যতম। তাঁরা মনে **করেন** যে, **মানুষেরইচ্ছা**র স্বাধীনতা **রয়েছে**। এর ফলে সে স্বাধীনভাবে তার কর্মপন্থা **নির্বাচন** করে এবং কাজ করে। আর এ **ধরনেরকাজের** জন্য পরকালে **তারবিচার** হবে। যদি এ **ধরনের** স্বাধীনতা **মানুষের** না **থাকে**, তাহলে তার **কর্মেরফলাফল** নিয়ে **কোনবিচার** করা **যাবে** না। **কারণ** তাহলে তা হবে স্ববিরোধী। **আল্লাহমহান**। তাই **তিনিকোন** স্ববিরোধী **কাজকরতেপারেন** না। অন্যদিকে, **আশারীয়া**গণ **মানুষেরইচ্ছা**র স্বাধীনতা আছে একথা **সরাসরি** স্বীকার **করেন** না। তাঁদের মতে **মানুষের** সকল **ইচ্ছা** ও কর্ম উৎপাদনের ব্যাপারে **আল্লাহ** দায়ী। **কারণ** সকল **সৃষ্টি** কেবলমাত্র **আল্লাহ** হতে **উৎসা**রিত। অন্য **কেউইসৃষ্টি**র জন্য দায়ী নয়। সেজন্য **আল্লাহরসৃষ্টি**র মাধ্যমে **কর্মের** ফল **মানুষ** অর্জন করে মাত্র।

অনুশীলনী ঃ**ইচ্ছা**র স্বাধীনতা সম্পর্কিত সমস্যাটির **আপনি** কী **ধরনেরসমাধান** দিতে চান ?**আলোচনা**র মাধ্যমে **বিষয়টি ব্যাখ্যাকরুন**।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

মুতাযিলা **আশারীয়া** গোঁড়াপন্থী **ইচ্ছা**র স্বাধীনতা অদৃষ্টবাদ কর্মফল কর্মনির্বাচন স্ববিরোধী সচেতনতা শেষবিচার **শাস্তি** পুরস্কার

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। মুতাযিলাগণ মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সত্য/মিথ্যা
২। আশারীয়াগণ মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতায় সরাসরি বিশ্বাসী। সত্য/মিথ্যা
৩। আল্লাহ শেষ বিচারের দিনেমানুষের কৃতকর্মেরবিচারকরবেন। সত্য/মিথ্যা
৪। গোঁড়াপন্থীরা মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মুতাযিলাগণ ইচ্ছার স্বাধীনতা বিষয়ক মতবাদ কাদের বিপরীতে প্রদান করেন ?
ক) আশারীয়াদের খ) গোঁড়াপন্থীদের
গ)কাদারিয়াদের ঘ)জাবারিয়াদের

২। আশারীয়াগণ ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতবাদকোন্ চিন্তাগোষ্ঠীর বিপরীতে দেন ?
ক)মুতাযিলা খ)জাবারিয়া
গ)সুফী ঘ)কাদারিয়া

৩। আল্লাহ কি শেষ বিচারের দিনে মানুষের কর্মফল প্রদান করবেন ?
ক)করবেন না খ)করবেন
গ) স্থগিত রাখবেন ঘ)বলাযায় না

৪। মুতাযিলাগণ কোন্ চিন্তাগোষ্ঠীর অনুসরণ করে ইচ্ছার স্বাধীনতা সংক্রান্ত মতবাদ প্রদান করেন ?
ক)জাবারিয়া খ) অদৃষ্টবাদী
গ)কাদারিয়া ঘ) মুরযিয়া

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কিত মুতাযিলাদের মত কী ?
২। আশারীয়ারা ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে কী বলতে ঘেয়েছেন ?

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কেমুতাযিলা এবং আশারীয়াদের মতবাদসবিস্তারে আলোচনাকরুন।
২। মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি-না সে বিষয়ে আপনারমতামতব্যাখ্যাকরুন।

উত্তরমালা

অ. ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। সত্য ৪। মিথ্যা
আ. ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। গ